সাখ্য প্রকৃতি তত্ত্ব

যে দুটি মূল তত্ত্ব সাংখ্য দর্শনে স্বীকৃত হয়েছে তার মধ্যে প্রকৃতি অন্যতম। সত্ত্বরজস্তমসাংসাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ - অর্থাৎ সত্ত্ব , রজঃ ও তমঃ এদেরকে গুণ বলে। সাংখ্যমতে এরা জাগতিক বস্তুর মূল উপাদান। এই গুণগুলি যখন সাম্যাবস্থায় থাকে অর্থাৎ একে অপরের ওপর প্রভাব বিস্তার করে না, গুণগুলির এই সদৃশ পরিণামের অবস্থাকে প্রকৃতি বলে। এই প্রকৃতি কোন দ্রব্য নয়, আবার সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ প্রকৃতির গুণও নয়। কেবল গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি।

সাংখ্যমতে জগতের প্রত্যেক পদার্থের একটি কারণ রয়েছে। সেই কারণেরও আবার কারণ থাকে। এইভাবে জগতের কারণ-কার্য পরম্পরার একটি আদি বা মূল কারণ স্বীকার করতে হবে। ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি এই কারণ-কার্য পরম্পরার আদি কারণ। কিন্তু এই প্রকৃতির কোন কারণ স্বীকার করা হয় না। যেহেতু প্রকৃতি কারণ স্বীকার করলে, তারও কারণ স্বীকার করতে হবে। আর এই আবস্থার পরিণাম অনবস্থা দোষ। এজন্য প্রকৃতি 'মূলে মূলাভাবাৎ অমূলং মূলম' অর্থাৎ যে কারণের আর কোন মূল বা কারণ নেই। এই প্রকৃতিই নিত্য। তাই প্রকৃতি উৎপত্তি বিনাশ রহিত। এই প্রকৃতিই সকল কিছুর কারণ হলেও নিজে অকারণ। জগতের মূল কারণরূপে প্রকৃতিকে বলা হয় অব্যক্ত। প্রলয়কালে সকল জগৎ প্রকৃতিতে লীন হয়ে যায় বা প্রকৃতিতে নিহিত থাকে, তাই প্রকৃতি প্রধান।

সাংখ্যমতে, অব্যক্ত প্রকৃতি ব্যক্ত পদার্থের বিপরীত। প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন মহৎ থেকে পঞ্চমহাভূত পর্যন্ত ২৩টি তত্ত্ব ব্যক্ত। প্রকৃতি এক। এই প্রকৃতির স্বজাতীয় কোন দ্বিতীয় প্রকৃতি নেই। প্রকৃতি স্বতন্ত্র। এই প্রকৃতিকে সাংখ্যকার একাধিক নামের দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন। প্রকৃতি জগতের অমূল-মূল হওয়ায় তা 'প্রধান'। জগৎ স্রষ্টা হিসাবে প্রকৃতিকে শক্তি বলা হয়েছে। প্রকৃতি ব্যাপক, বিভু, সর্বগত, নির্বিশেষ, নিরবয়ব, নিত্য প্রসবধর্মী ও অমূলমূল। জগৎ ব্যক্ত, প্রকৃতি অব্যক্ত। জগৎ কার্য, প্রকৃতি কারণ। জগৎ আশ্রিত, প্রকৃতি অনাশ্রিত। জগৎ সাবয়ব, প্রকৃতি নিরাবয়ব। জগৎ অনেক, প্রকৃতি এক। জগতের সৃষ্টি আছে, তাই তা অনিত্য; কিন্তু প্রকৃতি নিত্য। প্রকৃতির কোন লয় নেই, ক্ষয় নেই; তাই প্রকৃতি অলিঙ্গ। প্রকৃতি নির্বিশেষ, নিরবয়ব। তাই প্রকৃতি অতি সূক্ষ্ম এবং আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর নয়। প্রকৃতির কোন জন্ম নেই, তাই প্রকৃতি অজ। প্রকৃতি আর পুরুষ ভিন্ন আর সবই অনিত্য।

সাংখ্যমতে, প্রকৃতি থেকে অভিব্যক্ত যে জগৎ, সেই জগতের প্রত্যেকটি দ্রব্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, তাতে তিনটি উপাদান বর্তমান। এই তিনটি উপাদান হল ঃ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। এরা জগতের মূল উপাদান। সাংখ্যকারগণ এই তিনটি উপাদানকে গুণ নামে অভিহিত করেছেন। কিন্তু এই গুণ শব্দ এখানে বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। দ্রব্যের রূপ, রস, গন্ধের ন্যায় এরা গুণ নয়। এরাই দ্রব্য। যেমন তিনটি তার বা গুণের সমন্বয়ে একগাছি রজ্জু নির্মিত হতে পারে, তেমনি প্রত্যেক দ্রব্য এই তিনটি উপাদানের দ্বারা গঠিত বলে, এদেরকে গুণ বলা হয়। রজ্জুর তিনটি গুণের মত এরা পুরুষ বা আত্মাকে জগতের সাথে বেঁধে রাখে। সম্ভবতঃ এজন্যও এদেরকে গুণ নামে অভিহিত করা হয়।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণগুলি নিত্য ও মৌলিক পদার্থ। এদের উৎপত্তি ও বিনাশ নেই। আবার এগুলি অতি সূক্ষ্ম বলে প্রত্যক্ষসিদ্ধ নয়। এরা অনুমানসিদ্ধ। এদের কার্য দেখে এদের সত্ত্বা অনুমান করতে হয়। গুণগুলি জড় ও অচেতন। গুণত্রয় পরস্পর বিরুদ্ধ হলেও এরা সর্বদা একত্র এবং অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। সাংখ্যকার বাচস্পতি মিশ্রের মতে, পারস্পরিক বিরুদ্ধ বিষয় অনেক সময় মিলিতভাবে কাজ করে। যেমন তৈল, বর্তিকা ও অনল বিরুদ্ধ হলেও অনল বা অগ্নির সাথে মিলিত হয়ে আলোককে সৃষ্টি করে। আবার বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা পরস্পরবিরোধী হওয়া সত্ত্বেও তারা মিলিতভাবে শরীর ধারণরূপ কার্য সম্পাদন করে। ঠিক একইভাবে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ পরস্পরবিরোধী হয়েও তারা একই প্রয়োজন (পুরুষের বন্ধন ও মুক্তি) সাধনের জন্য একে অপরকে সহযোগিতা করে।

গুণগুলির স্বরূপ ঃ

সত্ত্বগুণ লঘু ও প্রকাশক ঃ প্রকৃতির যে উপাদান সুখ উৎপাদক, লঘু ও প্রকাশক। জ্ঞানে যে বস্তু প্রকাশিত হয়, আলোকের যে প্রকাশ ক্ষমতা আছে, দর্পনে যে প্রতিবিম্ব পড়ে, সবই এদের উপাদানে সত্ত্বগুণের উপস্থিতির জন্য সম্ভব হয়েছে। এইভাবে আগুনের উর্দ্ধজ্বলন, বায়ুর অবাধ গতি প্রভৃতির জন্যও এদের সত্ত্ব গুণই দায়ী। বিভিন্ন বস্তুতে সত্ত্ব গুণের অবস্থিতির জন্য ঐ বস্তুগুলি আমাদের মনে তৃপ্তি, সন্তোষ, আনন্দ, উল্লাস প্রভৃতি সৃষ্টি করতে পারে।

রজঃ গুণ উপষ্টম্ভবক ও চঞ্চল ঃ রজ সকল রকমের গতি ও চঞ্চলতার কারণ। রজঃ নিজে যেমন চঞ্চল, তেমনি অপরের মধ্যেও চঞ্চলতার উৎপাদক (উপষ্টম্ভক)। রজঃ গুণের উপস্থিতির জন্যই মন এত চঞ্চল, ইন্দ্রিয় বিষয়মুখী হয় এবং জগতের যাবতীয় বস্তু গতিশীল। রজঃ নিজে দুঃখ স্বরূপ হওয়ায় আমাদের জীবনের যাবতীয় দুঃখের কারণ হয়। সত্ত্ব ও তমঃ স্বরূপতঃ নিশ্চল, কিন্তু রজ গুণের জন্যই তারা চঞ্চল ও ক্রিয়াশীল হয়।

তমঃ গুরু ও আবরক ঃ তমোগুণ ভারী(গুরু) ও আবরণকারী। তাই সত্ত্বের বিপরীত। তমঃ রজ-এর চঞ্চলতায় বাধার সৃষ্টি করে। মন, বুদ্ধি ও অন্যান্য বিষয়ের প্রকাশ ক্ষমতা আবৃত করাই এর কাজ। যার জন্য অজ্ঞান, অন্ধকার ও মোহের সৃষ্টি। নিদ্রা, তন্দ্রা ও আলস্য সঞ্চার করে, তম আমাদের কর্ম ক্ষমতায় বাধার সৃষ্টি করে। উৎসাহহীনতা ও বিষাদ সৃষ্টি করাও তম গুণের কাজ। আর এরজন্য সাংখ্য দর্শনে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণকে যথাক্রমে শুক্লবর্ণ, লোহিতবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

প্রকৃতির অস্তিত্বের সপক্ষে সাংখ্য দার্শনিকদের যুক্তি ঃ

সাংখ্যকার ঈশ্বরকৃষ্ণ তাঁর সাংখ্যকারিকা নামক গ্রন্থে প্রকৃতি বা প্রধানের অস্তিত্ব সাধনে পাঁচ প্রকার যুক্তির অবতারণা করেছেন যে শ্লোকের সাহায্যে তা হল -

‘‘ভেদানাং পরিমাণাৎ সমন্বয়াৎ শক্তিতঃ প্রবৃত্তেশ্চ।
কারণকার্য্যবিভাগাৎ অবিভাগাৎ বৈশ্যরূপস্য’’

পাঁচটি যুক্তি যথাক্রমে ১) ভেদানাং পরিমাণাৎ ২) সমন্বয়াৎ, ৩) শক্তিতঃ প্রবৃত্তেঃ, ৪) কারণকার্য্যবিভাগাৎ ও ৫) অবিভাগাৎ প্রভৃতি। - নিম্নে হেতুগুলির বিস্তারিত আলোচনা করলাম।

১) ভেদানাং পরিমানাৎ ঃ মহৎ বা বুদ্ধি থেকে ক্ষিতি পর্যন্ত জগতের ভিন্ন ভিন্ন বস্তুগুলি ভেদবিশিষ্ট এবং পরিমিত অর্থাৎ পরনির্ভর। যা পরিমিত তা কোন অব্যক্ত কারণ বস্তু থেকে উৎপন্ন হয়। মহদাদি ত্রয়োবিংশতিতত্ত্ব ব্যক্ত এবং পরিমিত। তাই এর থেকে অব্যক্ত প্রকৃতির অস্তিত্ব সহজেই অনুমান করা যায়।

২) সমন্বয়াৎ ঃ সমন্বয় বা বিভিন্ন বস্তুর একরূপতা থেকেও প্রকৃতির অস্তিত্ব অনুমান করা যায়। সাংখ্য দার্শনিকদের মতে, বুদ্ধি থেকে ক্ষিতি প্রভৃতি বিভিন্ন বস্তুর কারণ বিভিন্ন হতে পারে না, কারণ এদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন জগতের সকল বস্তুই সুখ, দুঃখ ও বিষাদ উৎপন্ন করে। সত্ত্বগুণ সুখজনক, রজোগুণ দুঃখজনক এবং তমোগুণ বিষাদজনক। বস্তুমাত্রই সুখ, দুঃখ ও বিষাদাত্মক হওয়ায় তারা প্রত্যেকেই গুণত্রয় সমন্বিত। সুতরাং জগৎ সৃষ্টির মূলে এমন কোন কারণ অবশ্যই অনুমান করতে হবে যা ত্রিগুণাত্মক - সুখ, দুঃখ ও বিষাদ উৎপাদক এবং তা একমাত্র প্রকৃতিই হতে পারে।

৩) শক্তিতঃ প্রবৃত্তে ঃ সাংখ্য সৎকার্যবাদ অনুসারে উৎপত্তির পূর্বে কার্য কারণের মধ্যে অব্যক্ত শক্তিরূপে বিদামান থাকে। বটবৃক্ষ বটবীজে শক্তিরূপে অবস্থিত। মহদাদি ব্যক্ততত্ত্ব উৎপত্তির পূর্বে শক্তিরূপে থাকে। এই শক্তি আশ্রয়হীন নয়। এই শক্তির আশ্রয় বা অধিষ্ঠানরূপে প্রকৃতির অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়।

৪) কারণকার্যবিভাগাৎ ঃ কারণ ও কার্যের মধ্যে ভেদ বা বিভাগ লক্ষ্য করা যায়। সকল কার্যই উৎপন্ন হওয়ার পূর্বে অব্যক্তভাব তাদের উপাদান কারণে বিদ্যমান থাকে। সুতরাং বিচিত্র বস্তুতে পরিপূর্ণ এই জগৎরূপ কার্য তাকে সৃষ্ট করতে সক্ষম এমন কোন উপাদান কারণের মধ্যে অব্যক্তভাবে বিদ্যমান ছিল। এই কারণ বলতে প্রকৃতিকে বুঝতে হবে।

৫) অবিভাগাৎ বৈশ্বরূপস্য ঃ- যে কোন কার্য তার উপাদান কারণ থেকেই উৎপন্ন হয় এবং বিনাশপ্রাপ্ত হলে উপাদান কারণেই বিলীন হয়ে যায়। বিনাশকালে পৃথিবী প্রভৃতি তন্মাত্রসমূহে, তন্মাত্রসমূহ আবার অহঙ্কারে, অহঙ্কার মহৎতত্ত্বে প্রবেশ করে এবং সর্বশেষে অব্যক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। পৃথিবী হতে মহৎতত্ত্ব পর্যন্ত প্রত্যেকটি তত্ত্বই নিজ নিজ কার্যের অপেক্ষায় অব্যক্ত হয়। একমাত্র প্রকৃতিই প্রকৃত অব্যক্ত যা কখনও কোথাও লীন বা তিরোভূত হয় না। এই প্রকৃতিতে সর্বকার্য অব্যক্ত অবস্থায় থাকে। এইভাবে প্রকৃতিতে বিশ্বরূপের অর্থাৎ সব কার্যের অবিভাগ বা অভিন্নরূপে প্রতীতি হয়। তাই প্রকৃতিকে চরম অব্যক্ত বলতে হয়। সুতরাং চরম অব্যক্ত হিসাবে প্রকৃতির অস্তিত্ব অবশ্যই স্বীকার করতে হবে।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ